

## শবে-বরাতের রাতে-

আকাশ মালিক

(উৎসর্গ- সৈয়দ কামরান মির্জা, এক নির্ভীক সাহসী মুক্তমনাকে)

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫ রবিবার দিবাগত রাত ইংল্যান্ডে শবে-বরাত। নিশীত রজনীর কোন এক সময় মুসলমানদের ডাক শুনতে আল্লাহ সাত আসমানে থেকে লন্ডনের প্রথম আসমানে নেমে আসবেন। সে সময় আল্লাহর সম্মানার্থে ইংল্যান্ডের সকল গাছ-পালা ও পশু-পক্ষী মাথা নত করে আল্লাহকে অভিবাদন জানাবে। প্রবাসী সকল মুসলমানদের তকদির লেখা হবে। কার কয়টা বাচ্চা হবে, কয়টা মরবে, কে কয়টা বিয়ে করবে, কার বউ তালাক হবে, কয়জন ই-ব্লিগেল ইমিগ্রেন্ট মুসলমান ধরা পড়বে, কয়জন গলাকাটা পাসপোর্ট দিয়ে বা বৃটিশ মেয়ে বিয়ে করে লন্ডন আসবে, কয়জন রেপ্টুরেন্ট মদের লাইসেন্স পাবে, কে ভি.এ.টি কিংবা ট্যাক্স চুরিতে ধরা পড়বে, কে আল্লাহর রহমতে ধরা পড়ে বে-কসুর মুক্তি পাবে, কোন্ বৃটিশ মুসলমান কাফির বধ করতে নিজের বুক বোমা বাঁধবে, কার ব্যবসা বাড়বে কার কমবে এসব কিছুই আজ রাতে লেখা হবে। ইংল্যান্ডবাসী ইংরেজগন যখন নিব্বুম নিদ্রায় বিভোর, মুসলমানগণ তখন মসজিদে শূন্য ঝুলি হাতে সেজেছে ভন্দ-ফকির। তারা নকল কান্নায়, চোখে জল বের করার চেষ্টা করে, অকারণে সুর করে কাঁদে আর গায়- হাম তেরে দরপে আয়া হুঁ, ঝুলি ভরকে যাউংগা-

চোখে জল নেই তবু নাটক করে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছে আর বলে-

দুস্তের কুকুর আইছি দুস্তের দুয়ারে  
লাঠি ডান্ডা মারিয়া না তাড়াও আমারে।

১০ হাজার পাউন্ড বিজনেস ট্যাক্স ফাঁকি দিতে প্রথমে বোয়ের নামে ঘর ট্রান্সফার করে তারপর সরকারকে বলেছে, ‘আমাদের তালাক হয়ে গেছে ইসলামী তরীকায়। শি কিব্‌ড মি আউট অফ দ্যা হাউস।’ অতচ বৌ এর সাথে থাকে খায়। আজ মসজিদে এসে বৃষ্টিভেজা শেয়ালের মত সুর করে কাঁদে-

খালি হাতে আশা নিয়ে আসিয়াছি সাঁই  
নৈরাশা হইয়া যেন ফিরিয়া না যাই।।

আজ রাত বিন্-লাদেন, সাঈদী, নিজামী, আমিনীদেরকে আল্লাহ্-পাক নৈরাশ করবেননা, তা হাভেড পার্সেন্ট গ্যারান্টিড। বাংলাদেশে জামাতুল মোজাহিদ্দীনরা কি চাইলো আর কি পেলো জানতে পারলে ভালো হতো। আজ আল্লাহর সম্পাদক মন্ডলী বড়ই ব্যস্ত। একটুও ফুরসত নেই কাগজ থেকে কলম উঠাবার। এতোগুলো মানুষের কপাল লেখা সাধারণ কথা নয়। সব চেয়ে বেশী ব্যস্ত সূয়ং আল্লাহ্। রহমত-ভরা ঝুলি হাতে ২৪ ঘন্টা দৌড়াতে হবে পৃথিবীর এক প্রাহ থেকে অপর প্রাহে। ইংল্যান্ডের আকাশে আসার ৪ ঘন্টা আগে ছিলেন সৌদি-

আরবে, আর ৬ ঘন্টা পূর্বে ছিলেন বাংলাদেশের আকাশে। নিশীত রজনী ছাড়াতো আল্লাহ্ নামতে পারেন না, আর পৃথিবীর সব যায়গায়তো একসাথে নিশী-রাত হয়না। ইংল্যান্ডে যখন এসেছেন তখন বাংলাদেশে রহমত বন্টন করা শেষ।

আমার এক কালের সহপাঠি, বাম পন্থি ছাত্র-নেতা, ইংল্যান্ডে সমাজ বিজ্ঞানে ডিগ্রীধারী তাবলিগী, আজ রাতে মসজিদে যাওয়ার দাওয়াত দিতে এসে তিনটি ক্যাসেট আমার হাতে দিয়ে বলেন- ‘সময়তো আর বেশী বাকী নেই, দুনিয়াটা চিরস্থায়ী নয়। এবার সোজাপথে চলে আসুন, আখেরাতের জন্য কিছু সামানা (সরঞ্জাম) যোগাড় করুন।’ ইচ্ছা জাগলো ইন্টারনেটের সু-প্রিয় পাঠকগণকে সঙ্গে নিয়ে শবে বরাতের রাতে সেই ক্যাসেটের ওয়াজ শুনবো। হুজুর বলছেন-

আল্লাহ্ পাকের লাখ-লাখ, কুটি-কুটি শুকরিয়া যে তিনি আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে, আখেরী নবী, সাইয়াদুল মুরসালীন, হজরত মুহাম্মদের (দঃ) উম্মত বানিয়ে জন্ম দিয়েছেন। আখেরী নবীর উম্মত হওয়ার জন্য হজরত ঈসা (আঃ) আফসোস করে বলেন- ‘হে আল্লাহ তুমি কেন আমাকে তোমার দুস্ত, হাবিব হজরত মুহাম্মদের (দঃ) উম্মত বানিয়ে পাঠালেন?’ আখেরী নবীর উম্মতের মর্যাদা অন্যান্য নবীর চেয়েও বেশী। জোরে সুরে বলুন- সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্। আমরা সেই নবীর উম্মত, যার হাতের দস্তখত বেহেস্তের সার্টিফিকেটে না থাকলে রেদওয়ান ফেরেস্টা অন্য কোন নবীর উম্মততো দূরে থাক সয়ং নবীকেও বেহেস্তে ঢুকতে দেবেননা, যদিও সার্টিফিকেটে আল্লাহ্র দস্তখত থাকে। বেহেস্তের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে, বাবা আদমকে সামনে রেখে তাঁর পেছনে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত আটান্নব্বইজন নবী হাশরের মাঠের এক প্রাহ্ থেকে অপর প্রাহ্ দৌড়াবেন আর বলবেন- ইয়া মোহাম্মদ, ইয়া মোহাম্মদ আপনি কোথায় আপনি কোথায়? সূর্যের তাপে মাথার ঘাম পায় পড়বে, তৃষ্ণার্ত, পেরেশান হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তারা পুলসিরাতের পাড়ে এসে দেখবেন, হজরত ইমাম হাসান ও হোসেন দুই ভাই রক্তাক্ত জামা কাপড় পাশে নিয়ে মিজান পাল্লার (পাপ পুণ্য ওজন করার পাল্লা) ধারে বসে আছেন। বাবা আদম তাদেরকে সালাম দিয়ে বলবেন- তাড়াতাড়ি বলো তোমাদের নানা জান কোথায়? তারা বলবেন- আমরা জানিনা, কিন্তু বিষয়টা কি? হজরত আদম (আঃ) বলবেন- এই দেখো, আল্লাহ্র হাতের সিগনেচার সহ বেহেস্তের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে ঘুরছি, জান্নাতের গেইট-কিপার রেদওয়ান ফেরেস্টা ভেতরে ঢুকতে দেয়না তোমাদের নানাজীর অথোরাইজেশন ছাড়া। হাসান-হোসেন বলবেন- ‘লজ্জা হয়না আপনাদের, আমার নানা যেখানে তাঁর উম্মতের জন্য পাগল হয়ে, ইয়া উম্মাতি- ইয়া উম্মাতি বলে একবার পুলসিরাত আর একবার আল্লাহ্র আরশের নীচে দৌড়াচ্ছেন, আপনারা কেমন সার্থপরের মত নিজেদের উম্মতের কথা না ভেবে টিকেট হাতে বেহেস্তের গেইটে লাইন ধরেছেন। তবে মনে রাখবেন, আমাদের নানাজী বলে গেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন উম্মতে মোহাম্মদী বেহেস্তের বাইরে থাকবে, কোন নবী পয়গাম্বরকে বেহেস্তে ঢুকতে দেয়া হবেনা।’ সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্।

বুঝুন আল্লাহ্র কাছে উম্মতে মোহাম্মদীর শান-মর্যাদা কতটুকু। সেই নবীর উম্মত হয়ে, নবীর তরীকা ছেড়ে দিয়ে, দুনিয়ার লোভে পড়ে আমরা কাফের কুফকারদের পথ অনুসরণ করি। এই দুনিয়া কাফের কুফকার, মুশরিক, ইহুদী নাসারাদের জন্য

বেহেস্ত আর পরকালে এরাই হবে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি-কাঠ। দুনিয়া মুসলমানের জন্য জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করার যায়গা আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে হুর-গেলেমান, ফুল-বাগান আচ্ছাদিত, নীচ দিয়ে দুধের নদী প্রবাহিত মনোরম সুন্দর বেহেস্ত আর আবে-কাওসার। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক তার পবিত্র কালাম কোরআন শরীফের সূরা নিসার ৫৬ ও ৫৭ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন- (৫৬) ‘যারা আমার নির্দেশাবলী অসীকার করবে, নিশ্চয়ই আমি অচিরে তাদেরকে ভয়ানক আগুনে প্রবেশ করাবো। তাদের চামড়া যতবার পুরোপুরি পুড়ে যাবে সে গুলো ততবার বদলে দেবো নতুন চামড়া দিয়ে যাতে তারা চিরদিন আগুনের সাধ গ্রহন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছন মহা-পরাক্রমশালী, মহা-জ্ঞানী। (৫৭) ‘আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি শীঘ্রই প্রবেশ করাবো সূর্গোদ্যান সমূহে, যাদের নীচে দিয়ে চলে ঝর্ণা-রাজি আর সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গী-সাথী, তারা হবে গহীন ছায়ায় চিরদিনের বাসিন্দা।

বেরাদরানে ইসলাম, পর্দাল আড়ালে আমার মা ও বোনেরা। দুনিয়ার সুপার পাওয়ার আমেরিকার দিকে একবার চেয়ে দেখুন। কোথায় তাদের হাম-বড়াই, হাম ছে বড়া কোন হায়? আজ কাফেররা টের পেয়েছে, ছব ছে বড়া আল্লাহ হায়। আপনারা হাসবেননা, আমি হাসির জন্যে ওয়াজ করিনা। এরকম গজব, প্রলয়ংকারী ঝড় বন্যা মহামারী দিয়ে আল্লাহ পাক অনেক জাতীকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সামুদ, সাদ্দাদ, কারুণ, নমরুদ, ফেরাউন, আব্রাহা কেউ টিকতে পারে নাই। আল্লাহর সিপাহী সামান্য মশার সামনে নমরুদ টিকতে পারে নাই। তোয়াইরান আবাবিল তারমিহিম বিহিজারাতিম মিন-ছিজিল। ছোট্ট আবাবিল পাখির বোমায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে মহা-পরাক্রমশালী বাদশাহ আবরাহা। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করে কাফের মুশরিকেরা ভাবছে দুনিয়া থেকে ইসলাম বিদায় করে দেবে। কানাডার দিকে চেয়ে দেখুন। সেখানে শরীয়ার আইন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। সেদিন বেশী দূরে নয় ইসলামের পতাকা ইউরোপ আমেরিকার আকাশে পত-পত করে ওড়বে ইনশাআল্লাহ। (জনতার শ্লোগান) না-রায়ে তকবির / আল্লাহু আকবর। হুকমে কোরআন, করবো জারী- করবো জারী / খেলাফে কোরআন মানবোনা- মানবোনা। মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আপনাদের চোখের সামনে ইংরেজদের সামাজিক, পারিবারিক অবস্থাটা দেখুন। সমান অধিকারের নামে তারা তাদের নারীকে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। সামীও কাজে স্ত্রীও কাজে। রান্না করবে কে? কাজ থেকে ফেরে স্ত্রী ডাইনিং টেবিলে আর সামী রান্না ঘরে। হাসবেন না, হাসবেন না। দুঃখ হয় এদের জন্য, তাদের সমাজ ব্যবস্থা দেখে। অশান্তির আগুন জ্বলছে তাদের ঘরে বাইরে। পুরুষের অবাধ্য নারী, মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। পরিবারের জন্য সারা জীবন হাড়-ভাঙ্গা কষ্ট করে বৃদ্ধ বয়সে তারা নিঃসঙ্গ। শেষ সম্বল একটি কুকুর বা কুকুরি। আমার নবী সতর্ক করে দিয়েছেন- যে জাতী তার নারীকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে সে জাতীর ধ্বংস অনিবার্য। ইসলাম প্রচারের নামে টেলিভিশনের পর্দায় নারীর চেহারা প্রদর্শন হয়, পার্লামেন্টে নারী পুরুষ পাশাপাশি। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা কি নবীজীর স্ত্রীগণের ছিলনা? ব্যবসা বানিজ্য, অফিস-আদালত করার গুণ-দক্ষতা কি তাদের ছিলনা? আজ বাংলাদেশের কি অবস্থা। ছেড়া তাসবিহর গোটার মত একটার পর একটা গজব নাজিল হচ্ছে।

অনবরত বন্যা, ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প তার ওপর বৃষ্টির মত বোমা বর্ষন। এসব কিসের আলামত?

আফসুসের বিষয়, কিছু সার্থপর তথাকথিত একদল আলেম সমাজও নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। ইসলামের লেবাসধারী, এদের ভক্ত-গুরু ছিলেন মোলানা মওদুদী।

মওদুদী-বাদী জামাতীরা সহাবায়ে কেলামগণকে সত্যের মাপকাঠি বলে সীকার করেনা। যারা সহাবীগণকে সত্যের মাপকাঠি বলে মানলোনা তারা নবীকে মানলোনা, যারা নবীকে মানলোনা তারা আল্লাহকে অসীকার করলো, আর যারা আল্লাহকে অসীকার করলো তারা কাফির, আপনারা বলুন তারা কী?-----কাফির-----আবার বলুন তারা কী---কাফির, আবার বলুন তারা কী?--কাফির।"

শ্রোতাদের কাছ থেকে জামাতীরা কাফের এই সীকারোক্তি নিয়ে হুজুর বিদায় নিলেন। ক্যাসেটে এবারের দ্বিতীয় বক্তা হামদ- নাত, জিকির-আজকারে বেশ কিছু সময় ব্যয় করে বলছেন-

'ইহুদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম' সিরাতে মুস্তাকিম এর অর্থ হলো পরহেজগারদের রাস্তা। বাবা আদম বেহেস্ত থেকে কেন বিতাড়িত হলেন, কোন্ পথে, কিভাবে, কেন পৃথিবীতে আসলেন। এই পৃথিবীতে প্রেরণ আর বেহেস্ত থেকে বিতাড়নের মধ্যে অন্তর্নিহিত আল্লাহর উদ্দেশ্য কি ছিল এবং কোন্ পথে কিভাবে আবার বেহেস্তে ফিরে যাওয়া যায়, এই হবে আজকের আলোচ্য বিষয়। "মন্জিলে মকসুদ বা গন্তব্যস্থান বেহেস্তে যাওয়ার পথ সাতটি। এই সাতটি পথের সাতদল পথিক। ভিন্নমত বা ভিন্ন পথের কারণে সাত দল হয় নাই, বরং পথিকদের ভিন্ন গতির কারণে সাত দল হয়েছে। গন্তব্যস্থান একটাই। উদাহরণ সুরূপ বলা যেতে পারে- সাতদল পথিক ইংল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ড যাবেন, তন্মধ্যে কেউ যাচ্ছেন গাড়িতে, কেউ মটর বাইক দিয়ে, কেউ সাইকেলে চড়ে। সুভাবতই সাতদল পথিক ভিন্ন সময়ে একই গন্তব্য স্থানে পৌঁছুবেন। একজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ, যিনি হাইওয়ে কোড বুঝেননা, ড্রাইভিং জানেন না, Road Map বুঝেননা তার পক্ষে যেমন ইংল্যান্ড থেকে স্কটল্যান্ড যাওয়া অসম্ভব, তেমনি বেহেস্তের পথ সম্বন্ধে অজ্ঞান, অজ্ঞ মানুষের পক্ষে পথ সন্ধান করে বেহেস্তে যাওয়া অসম্ভব। বেহেস্তে যাওয়ার এই সাতটি পথই, সেই পথ সম্বন্ধে জ্ঞানী, অবগত, আলীম শিক্ষিত লোকের জন্য। এখন কথা হলো যারা পথের সন্ধান জানেননা, তাদের বেহেস্তে যাওয়ার উপায় কি? আল্লাহ পাক সেই সহজ সরল সোজা পথটি তার অশিক্ষিত মুমিন বান্দাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, কোরআন মজিদের সর্বপ্রথম সুরায়- 'ইহুদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম'। পরহেজগারদের রাস্তা। "আর তোমরা তাদের সঙ্গ ধরো যাদেরকে আমি পুরুষত করেছি। সিরাতাল লাজিনা আনআমতা আলাইহিম।'

যে পথের পথিকদল সর্ব প্রথম বেহেস্তে যাবেন, সে পথের নামটি হলো সিরাতুল আম্বিয়া বা নবীগণের পথ। সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তম পথটি হলো সিরাতে ওরাসাতুল আম্বিয়া বা নবীগণের প্রতিনিধিদের পথ, অন্যকথায় আহলে সুনাতুল

**জামাত** এর পথ। শৈশোক দলটির সাথী হওয়া ব্যতিত অশিক্ষিত লোকের জন্য বেহেস্তে যাওয়ার বিকল্প কোন পথ আর নেই। কারণ বাকী ছয়দল জান্নাতের পথিক এখন আর দুনিয়ায় নেই। প্রশ্ন হলো **আহলে সুন্নাতুল জামাত** এর পরিচয় কি?

হুজুরে করিম (দঃ) বলেন- কেয়ামতের দিনে বনি-ইসরাঈলদের মধ্যে ৭২টি দল হবে, আর উম্মতে মুহাম্মদী হবে ৭৩ দলে বিভক্ত। মুসলমানদের ৭৩ দলের ৭২টি দলই হবে জাহান্নাম বাসী, আর একটি মাত্র দল হবে জান্নাতবাসী, যারা উপরোল্লিখিত সাতটি দলের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। জাহান্নামী ৭২ দলের লোক নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত সহ ইসলামের সব কিছুই মানবে, করবে কিন্তু তা হবে শুধু লোক দেখানো। এদের বিরাট একটি দল হবে কোরআন হাদিসের তফসিরকারক তথাকথিত আলেম সমাজ। তারা জেনে বুঝে কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করবে নিজের সার্থে। কিছু কিছু ইসলামিক অনুষ্ঠানাদি করবে তাদের মনগড়া পদ্ধতিতে। উদাহরণ স্বরূপ- বৎসরে মুসলমানের ঈদ দুটি, এ কথা মুহাম্মদ (দঃ) মদিনায় পরিষ্কার ঘোষণার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। নবী করিম (দঃ) তিনির জন্মদিনে সপ্তাহের প্রতি সোমবার রোজা রাখতেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। তাহলে হুজুর (দঃ) এর জন্মোৎসব দাঁড়ালো বৎসরে ৫২টি। তবে আজকাল যে আলেম সমাজ ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করেন এই ঈদের সিরিয়েল নাম্বারটা কত হলো? এটা কি বৎসরের তৃতীয় নম্বর ঈদ, নাকি নবীজির ৫৩ নম্বর জন্মোৎসব? এই হলো মনগড়া ইসলাম পালনের নমুনা। যারা মনগড়া ইসলাম পালন করে নবীজী তাদেরকে **বিদা-তি** আখ্যা দিয়েছেন। আর বলেছেন '**কুল্ল বিদা-তুন দালালা, ওয়া কুল্ল দালালাতুন ফি-ন্নার**'. প্রত্যেক গুমরাহীই অন্ধ, আর সকল অন্ধই জাহান্নামবাসী। এরা বাহিরে নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধী, ভেতরে ক্ষমতালোভী, কখনো হাসিনার আঁচলে কখনো খালেদার আঁচলে, কখনো সাম্প্রদায়িক, কখনো অতি মানবিক হয়ে পূজা পার্বণে উপস্থিত। তারপর আরেক দল আছে নবীজিকে শেষ নবী বলে মানেনা, খতমে নবুওত বিরুদ্ধী (ঋদীয়ানি) আরেক দল হজরত আয়েশার স্ত্রীতে সন্দীহান (শিয়া), আরেক দল মাজার পূজারী (মারেফতি) এই ভাবে মুসলমানদের ৭২টি দলই হবে দোজখবাসী।

মানুষের শরীরের দুটি হাড়বিহীন অঙ্গের অবাদ চাহিদা মানুষকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। একটি তার জিহ্বা অপরটি তার গুপ্তাঙ্গ। অন্যভাবে এ দুটি অঙ্গের তৃষ্ণা মেটানোই পৃথিবীতে সকল ফিতনা ফ্যাসাদ, ঝগড়া-বিবাদের একমাত্র কারণ। জিহ্বার চাহিদা মেটানোর জন্যে মানুষ তৈরী করেছে অর্থনীতি। আল্লাহ্ তাঁর পাক কোরআনে বলছেন-

**'আমি যাকে ধনী করতে চাই তাকে কেউ গরীব বানাতে পারবেনা, আর আমি যাকে গরীব রাখতে চাই, তাকে কেউ ধনী বানাতে পারবেনা'**। 'দারিদ্রমোচন' একটি কুফরি কালাম। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। বাংলাদেশের তাগুত (বস্তুবাদী) অর্থনীতিবিদ বুদ্ধিজীবীদের মাথায় 'দারিদ্রমোচন' এর ভূত চেপে বসেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, গরীব নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের সার্থে বৈষম্যহীন অর্থনীতি তৈরী করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। যেমন সূর্যের আলো, অক্সিজেন, সারা পৃথিবীর মানুষের উপভোগ্য অমূল্য সম্পদ। সারা

পৃথিবীর অর্থনীতি চলছে দুটি বাতিল মতবাদের উপর। *Capitalism* আর *Socialism*. *Capitalism* এর বিষদংশনে জগত আজ ক্ষতবিক্ষত। গরীবের পেট থেকে অন্ন কেড়ে নিয়ে ধনীর পেট ভরা হলো *Capitalism* এর ধর্ম। এখানে গরীবের মালিক হয় ধনী। আর *Socialism* এর অর্থনীতিতে গরীবের মালিক হয় সরকার। *Socialism* এর অর্থনীতির একটা উদাহরণ দেই- সমাজতান্ত্রিক আইনে একজন শ্রমিকের ভাতা হলো তার শ্রমের মূল্যানুপাতে। আর ইসলামী অর্থনীতির আইনে একজন শ্রমিক ভাতা পায় তার পরিবারের সদস্যানুপাতে। মানব রচিত অর্থনীতির কুফলটা লক্ষ্য করুন। একজন শ্রমিকের পরিবারে ৭ জন সদস্য, আরেকজনের পরিবারে মাত্র দুইজন। শ্রমিকদ্বয়ের শ্রম-মূল্য সমান হলে সমাজতান্ত্রিক আইনে তাদের ভাতাও হবে সমান। হায়রে মানব রচিত বৈষম্যমূলক অর্থনীতি। এই অর্থনীতি দিয়ে *Karl Marx* শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে চান, আর মুসলমানরা এটা অর্থনীতি না স্বার্থনীতি বুঝলোনা। হঠাৎ করেই বাংলাদেশের এক 'নটি' বা ইন্টারন্যাশনাল বৈশ্যাও বলা যায়, তার একটা উক্তি মনে পড়ে গেলো। **অপর পক্ষ** নামে তার এক বইয়ে সে লিখেছে "বাংলাদেশের গুল্ভা-পান্ডারা যেমন মেয়েদেরকে মা-ল বলে, ইসলামের মুহাম্মদও নারীকে মাল বলেছেন"। নায়ুজুবিল্লাহিমিন জালিক। এই কুকুরী বা কুত্তি, যে বলে আমার পেট আমার যাকে খুশি তাকে দেবো, যে কখনো পেট বিকায় ভারতে, কখনো সুইডেনে তার নাম হলো তসলিমা নাসরীন। আমি তার দেয়া বুখারী শরীফের রেফারেন্স খেঁজে সেই হাদিসটি বের করলাম। মুসলমানরা ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষা না জানার সুযোগ নিয়ে তসলিমা হাদিসটির অপব্যাখ্যা করেছে। আমি সেই হাদিসটি আপনাদের সম্মুখে তেলায়াত করে শুনাচ্ছি- **আদুনিয়া কুল্লুহুল মাতা- ওয়া খাইরু মাতা-ইদুনিয়া আল্ মারআ-তুসসালিহা**। আল্লাহ্ পাক রাবুল আলামীন তার হাবিব, দোস্ত মুহাম্মদের (দঃ) মাধ্যমে জগতবাসীকে জানিয়ে দেন- "হে পৃথিবীর মানবজাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ, আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ তোমাদের স্ত্রী সাক্ষী নেক আমলদার নারী"। নবী করিম (দঃ) নারীদেরকে মাল বলেন নি, বলেছেন মা-তা। এই মা-তা তসলিমা নাসরিনের মত বৈশ্যা নারী নয়, নেক আমলদার, স্ত্রী-সাক্ষী নারীদের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের অর্থনীতির পরিভাষায় মা-তা শব্দের অর্থ হলো, অমূল্য সম্পদ। অর্থনীতিতে সম্পদের মূল্য দুই প্রকার। একটা ব্যবহারিক মূল্য আরেকটা খরিদ মূল্য। লবনের ব্যবহারিক মূল্য সূর্নের ব্যবহারিক মূল্যের সহস্রাধিক গুণ বেশী, অতচ লবনের খরিদ মূল্য সূর্নের খরিদ মূল্যের সহস্রাধিক গুণ কম। আল্লাহ পাক রাবুল আলামীন তার গরীব ধনী সকল স্তরের বান্দাদের কথা স্মরণ রেখেই সুষম, বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রনয়ন করেছেন। এই কোরআন শরীফ হলো খোদ আল্লাহ প্রদত্ত তাবত মানব জাতির আর্থ-সমাজিক উন্নয়ন ও মুক্তির সনদ। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক গুলো সামগ্রী আল্লাহ পাক অতি সহজলভ্য করে দিয়েছেন তার গরীব বান্দাদের জন্য। যেমন আলো, বাতাস, অক্সিজেন, পানি, লবন, আগুন ইত্যাদি। মানুষ অর্থনীতি তৈরী করলে বলবেই 'আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো'। হুজুরে করিম (দঃ) নারীদেরকে সম্পদের অর্থে কোনদিন ভাবেননি। আল্লাহ পাক তার হাবিব মোহাম্মদ (দঃ) কে চার হাজার পুরুষের শক্তি দিয়েছিলেন, (সুবহা--নাল্লাহ) তাই বলে নবীজী চার হাজার বিয়ে করেননি। নারীদের দৈহিক বিষয়ক মসলা-

মাসায়েল শিক্ষা দেয়াই ছিল নবীজীর একাধিক বিয়ের মূল কারণ। আল্লাহ পাক হুজুরকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জগতের সমস্ত মানব জাতির শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই সঠিক ভাবে শ্রমিকের শ্রমের মূল্যায়ন করেছে। ইসলাম বলে 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম মুছে যাওয়ার আগে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'। মদীনার দশ বৎসরের রাষ্ট্রপরিচালনার মাধ্যমে নবীজী শিখিয়েছেন মানব কল্যাণমূলক অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসানীতি, শ্রমনীতি, আমদানী-রফতানী নীতি, রাষ্ট্রীয় খাজানা নীতি। আফসুস জগতের মানুষ, হায়রে দুনিয়ার মুসলমান।

### নারী কেন কর্তৃত্ব মানবে পুরুষের?

"আররিজা-লু কাওয়ামু-না আলান্নসি ,বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা-দাহুম আলা বা-দিন। ওয়াবিমা- আনফাকু মিন আমওয়া-লিহিম ফাসসা-লিহাতু, কা-নিতাতুন, হা-ফিজাতুন লিল্ গাইবি বিমা- হাফিজাল্লাহ্। ওয়াল্লা-তি তাখা-ফু-না নুশু-জাহুননা ফাআ-জিহুননা ওয়াহজুরু-হুননা ফি আলমাদা-জিয়ি ওয়াদরিবুহুন।" (আল্ কোরআন, সূরা নীসা, আয়াত নং ৩৪)

"পুরুষ কর্তৃত্ব করবে নারীর উপর, কারণ ( পুরুষের দায়িত্ব রুজী-রোজগার করা এবং নারীর ভরণ-পোষণ করা, আর নারীর দায়িত্ব পুরুষের অধীনতা মেনে নেয়া)। আল্লাহ্ প্রধান্য দিয়েছেন একে অপরের ওপর। সুতরাং, নেককার স্ত্রী-সাক্ষী নারী তারাই, যারা মেনে নেয় পুরুষের অধীনতা এবং রক্ষা করে তাদের দৈহিক স্ত্রীত্ব। আর যে নারী পুরুষের অধীনতা মানতে অস্বীকার করবে তাকে প্রথমে কথার মাধ্যমে বশে আনো, তাতে যদি কাজ না হয়, তাকে তোমার বিছানায় থাকতে নিষেধ করো তাতেও যদি বশে না আসে তাকে প্রহার করো।"

### কেন নারীকে রুজী-রোজগার করতে নিষেধ করা হলো?

- ১) প্রতি মাসের এক চতুর্থাংশ সময় ঋতুশ্রাব।
- ২) বৎসরের প্রায় নয় মাস সন্তান গর্ভধারণ তারপর আবার দেড় মাস না-পাকি অবস্থা।
- ৩) সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো এবং লালন-পালন করা।

উপরোক্ত তিনটি ঋামেলার একটিও পুরুষকে করতে হয়না বিধায় রোজগার করা পুরুষের দায়িত্ব আর নারীকে বাইরে আসতে নিষেধ করে আসলে নারীর প্রতি করুণা বা ইন্সারফ করা হয়েছে।

### এই বিশাল বিশ্ব-জগত পুরুষের ভুবন, আর চার দেয়ালে ঘেরা ছোট ঘরটিকে আল্লাহ্ কেন 'নারীর ভুবন' আখ্যা দিলেন?

বর্তমান সভ্য জগতের একটি বড় জিজ্ঞাসা হলো, নারীর অবস্থান কোথায়, ঘরে না বাইরে? সুরক্ষিত অন্দর মহল, না অরক্ষিত শিল্প ভুবন যেখানে আলো অন্ধকার, সভ্য-অসভ্য, একসাথে গলাগলি করে? যুক্তি আছে উভয় দিকে। আসুন ঐ সকল যুক্তি-তর্ক, মতলবী ভাষ্যের উর্দ্ধে উঠে নারীর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র কাছেই

তার সমাধান খোঁজি। কারণ যিনি যে জিনিষ সৃষ্টি করেন তিনিই ভাল জানেন ঐ জিনিষের অবস্থান কোথায় ভাল হবে। মহান রাব্বুল আলামীন পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন- 'তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান করো, আর প্রাচীন যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।' (সূরা আহ্যাবঃ ৩৯)। আলোচ্য আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্‌তালা চান নারীগণ তাদের বাড়ির ভেতর থাকুক। কারণ গৃহ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, ও সম্পাদনের মত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যই নারীর সৃষ্টি। অধিকন্তু এই কারণেই আল্লাহ্‌তালা নারীদেরকে 'আহ্লে বাইয়াত' বা ঘরওয়ালী বলে সম্মাধন করেছেন। আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কোরানে হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্ত্রী হজরত সায়েরা (রাঃ) কে 'আহ্লে বাইয়াত' বলে ডেকেছেন। প্রীয় নবীজীর জীবন সঙ্গিনী উম্মাহাতুল মুমিনিনদেরকেও 'আহ্লে বাইয়াত' বলে ডেকেছেন। এই মর্মে হজরত রাসূলে করিম (সঃ) ফরমান- 'স্ত্রী তার সামীর ঘরের অভিভাবক' (বুখারী, হাদীস নং ৮৯৩)। এর মর্মকথা খুবই দার্থহীন। অর্থাৎ নারীর ভূবন হলো সুরক্ষিত সংসার জগত। এই জগতের শান্তি শৃংখলা উন্নতির কথা ভাবাই হলো তার কাজ, আর এ জন্যই এ সুন্দর পৃথিবীতে তার আগমন।" আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর হাবিব মোহাম্মদের (দঃ) জীবনাদর্শের ওপর চলার তৌফিক দান করুন। আমিন, সুম্মা আমিন।।

এবারে শেষ বক্তা হাজির হলেন সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে। হুজুর বলছেন-

এক পর্যায়ে এসে আল্লাহ্‌ পাকের, নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো। এই নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টির আগে আল্লাহ্‌র আরশ, কুরসী, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, ফেরেস্তা, হুর-গেলমান, চন্দ্র-সূর্য্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, কোন প্রকারের জলীয়- বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব ছিলনা। নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ তাঁর কুদরতি হাতের তালুতে রেখে এক নাগাড়ে ৪০ বৎসর মুহাম্মদ নামের মালা জপ করলেন। শুরু হলো আশিক আর মাস্তুরের খেলা। ৪০ বৎসরে মুহাম্মদ একবারও আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেন নাই। ৪০ বৎসর পর আল্লাহ্‌ অন্তরে কিছুটা বিরহের ব্যথা অনুভব করলেন, আর তখনই তাঁর কুদরতি চোখ থেকে এক ফুটো জল হাতের তালুতে পড়ে যায়। সাথে সাথে নুরে মুহাম্মদীতে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ্‌, আল্লাহ নামের জিকির। সে জিকির চলতে থাকে বহুকাল। আল্লাহ খুশি হলেন। সৃষ্টি করলেন ফেরেস্তা, সাত আসমান আর সাত জমিন। তৈরী হলো বাগান সাজানো বেহেস্ত। মস্কর কা-বা ঘর সৃষ্টির ৪০ হাজার বছর পর, এবারে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো আদম সৃষ্টি করে দুনিয়া আবাদ করাবেন। ফেরেস্তাগণ আল্লাহ পাকের, আদম সৃষ্টির গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে এই বলে প্রতিবাদ করলেন যে, হে প্রভু, তোমার নামের জিকির করতে তোমার অগনিত ফেরেস্তারা কি যতেষ্ট নয়? আল্লাহ বল্লেন, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানোনা। আদম তৈরীর মাটি সংগ্রহের লক্ষ্যে বেহেস্ত থেকে আজরাইল ফেরেস্তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো। শক্তিধর আজরাইল এক খাবায় যতটুকু মাটি তাঁর মুষ্টিতে তোলে নিলেন, তার ওজন ছিল ৪০ মণ। এই ৪০ মণ মাটি দিয়ে তৈরী হলো আদমের কায়া (দেহ)। ৪০ দিন শুইয়ে রাখা হলো আদমের দেহ আরবের শ্যাম দেশের এক প্রান্তে। তারপর এক দিন ডাক পড়লো জিব্রাইল ফেরেস্তার। আল্লাহ বল্লেন- 'হে জিব্রাইল, পৃথিবীতে যাও, আমার আদমকে বেহেস্তে নিয়ে আসো। এবার আদমের দেহে প্রান সঞ্চারণ করা হবে।' জিব্রাইল ফেরেস্তার হাতে আদমের রুহ দিয়ে আল্লাহ বল্লেন- 'আদমের মাথার তালু দিয়ে এই রুহ ঢুকিয়ে



দাও।’ কিন্তু রুহ আদমের দেহে থাকতে চায় না। একবার, দুইবার তিনবার চেষ্টা করে জিবরাইল ব্যর্থ হলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন- ‘হে রুহ, তুমি আমার আদেশ অমান্য করছো কেন?’ রুহ জবাব দিলো- ‘হে মালিক, আদমের মাটির অন্ধকার খাঁচায় আমার ভাল লাগেনা।’ আল্লাহ জিবরাইলকে বললেন- ‘জিবরাইল, বেহেশ্তের দিকে তাকাও। একটি উজ্জল তারকা (নুরে মুহাম্মদ) দেখতে পাচ্ছো? ঐ তারকা আদমের কপালে ঘষে দাও।’ জিবরাইল তা-ই করলেন। আবার রুহ ঢুকানো হলো। এবারে আদমের দেহ থেকে রুহ বেরিয়ে এলোনা। একটা ঝাকুনি দিয়ে আদম জেগে উঠে বসে পড়লেন, আর সাথে সাথে একটা হাঁচি দিলেন। সেই হাঁচির সাথে আদমের নাক থেকে এক প্রকার তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো। আল্লাহ জিবরাইলকে আদেশ দিলেন- ‘জিবরাইল, আদমের নাক থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ একটি জান্নাতি পেয়ালায় সযতনে ভরে রাখো, আমি তা দিয়ে ঈসা নবীর মা, মরিয়মের সামী বানাবো।’

ওয়া ইজকুলু লিল মালা-ইকাতিস্জুদু লি আ-দামা ফাসাজাদু ইল্লা-ইবলিস, আবা ওয়াস্তাকবারা ওকানা মিনাল কাফিরিন। অতঃপর আদমকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেস্তাগণকে নির্দেশ দিলেন। ইবলিস্ ব্যতিত সবাই আদমকে সেজদা করলো। তকব্বুরী, অহংকার করার কারণে ইবলিস্ অভিশপ্ত হয়ে বেহেশ্ত থেকে বিতাড়িত হলো। একদিন বাবা আদম লক্ষ্য করলেন, বেহেশ্তের এক কোণে তাঁরই মত অপরূপ সুন্দর একটি মানুষ। বেহেশ্তের আয়নায় নিজেকে দেখে আদমের মনে হিংসা ও দুঃখের উদ্বেক হলো। (উল্লেখ্য বেহেশ্তের চতুর্দিক আয়না দিয়ে সাজানো)। সাথে সাথে আল্লাহ পাকের হুকুমে আদমের গালে দাড়ি গজিয়ে উঠলো। আদম খুশি হলেন। তাঁর মনে সুন্দর মানুষটিকে ছোঁয়ার বাসনা জাগ্রত হলো। অমনি আল্লাহর কাছ থেকে নিষেধ আসলো- ‘হে, আদম, হাওয়ার গায়ে হাত দিওনা। হাওয়ার গায়ে হাত দেয়ার আগে মোহরানা আদায় করতে হবে।’ আদম বললেন- ‘প্রভু, এখানে আমার কি আছে মোহরানা দেয়ার?’ আল্লাহ বললেন- ‘বেহেশ্তের চারদিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ?’ আদম বললেন- ‘হে আল্লাহ দয়াময়, আরশের উপরে নীচে ডানে বামে, বৃক্ষাদির পাতায় পাতায়, তোরণে তোরণে তোমার নামের পাশে শুধু একটা নামই দেখতে পাই, সে নামটি মুহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহ বললেন- ‘আদম, ঐ নামে দশবার দরুদ পড়ো, তোমাদের বিয়ের মোহরানা আদায় হয়ে যাবে।’ আদম তা-ই করলেন। আদম হাওয়ার বিয়ে হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন- “ওকুলনা ইয়া আদামুসকুন আন্তা ওয়াজাউকাল জান্নাতা, ওয়াকুলা মিনহা রাগাদান হাইতু শি-তুমা, ওয়ালা তাকরাবাহা জিহিস্‌সাজারাতা, ফাতাকুনা মিনাজ্জালিমিন।” সুখে সাচ্ছন্দে, ইচ্ছামত বেহেশ্তের সবকিছু উপভোগ করো কিন্তু ঐ গন্ধম গাছটির কাছে যেয়োনা, তার ফল ভক্ষন করোনা।

একদিন ইবলিস বড় এক আলেমের বেশে হজরত হাওয়ার (আঃ) সামনে উপস্থিত হয়ে বললো- ‘হে হাওয়া, আমি তোমাদের এক শুভানুষ্ঠায়ী বিধায় সতর্ক করে দিতে এলাম। এখান থেকে বহু দূরে দুনিয়া নামে এক যায়গা আল্লাহ তৈরী করেছেন, যেখানে অতি শীঘ্র তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে বেহেশ্তের সুযোগ সুবিধে মোটেই নেই। চিরস্থায়ীভাবে বেহেশ্তে থাকতে হলে ঐ গন্ধম গাছের ফল ভক্ষন করতে হবে।’ হাওয়া বললেন- ‘ঐ ফল খেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।’ ইবলিস বললো- ‘বুড়ো মানুষের কথা বিশ্বাস করা না করা তোমাদের

ইচ্ছা। আমার কাজ মানুষের বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, তাই বলে গেলাম।’ বেহেস্তে সুখের লোভে, ইবলিসের কথায় বিশ্বাস করে মা হাওয়া আল্লাহর নিষেধ অমান্য করলেন। ধীরে ধীরে মা হাওয়া নিষিদ্ধ গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন, ফল গুলো তাঁর নাগালের কিছুটা বাইরে। হাওয়া দু-পায়ের বুড়ি আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়ালেন, অমনি তাঁর পায়ের গোড়ালী থেকে কিয়দংশ কাপড় ওপরে উঠে যায়। তিনি ওপরের দিকে মুখ তোলে তাকালেন, অমনি চেহারার আবরণ ও মাথার কাপড় খোলে যায়। মা হাওয়া দু হাত উচু করলেন, অমনি হাতের কাপড় কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে যায়। সেদিন মা হাওয়ার শরীরের চার যায়গা অনাবৃত হয়েছিল। এ জন্য সেদিন থেকে দুনিয়ার মানুষের জন্য ওজুতে চার ফরজ নির্ধারিত হয়ে যায়। মা হাওয়া নিজে গন্ধম খেয়ে বাবা আদমকে প্রস্তুত করলেন হাওয়ার জন্য। আল্লাহর নিষেধ না মানার কারণে আদম খুবই রাগান্বিত হলেন এবং হাওয়াকে শাস্তি করার লক্ষ্যে, পাশের জয়তুন গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলেন। এই ভাঙ্গা ডালটাই ছিল মুসা নবীর হাতের আশা (লাঠি), যে লাঠি সূর্য হয়ে ফেরাউনের ১২ হাজার বিষাক্ত সাপকে এক শাসে গ্রাস করে চিৎকার দিয়ে বলছিল, আমাকে আরো দাও আরো দাও, ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যায়। মুসার (আঃ) সেই লাঠি ৪০ মাইল লম্বা অজগর হয়েছিল। যা দেখে ভয়ে ফেরাউন একদিনে একসাথে ২০০ বার পায়খানা করেছিল।

যেই মাত্র বাবা আদম আর মা হাওয়া গন্ধম খেলেন, অমনি তাঁদের শরীর থেকে বেহেস্তি রেশমী কাপড়গুলো বাতাসে উড়ে যায়। আদম-হাওয়া বিবস্ত্র হয়ে বেহেস্তের চতুর্দিকে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকেন আর বৃক্ষাদির কাছে মিনতি করে বলেন- ‘হে গাছ, একটু দয়া করো, কিছু পাতা দাও ইজ্জত ঢাকি।’ গাছ উত্তর দেয়- ‘হে আদম, পাতা দেওয়া যাবেনা কারণ তোমরা প্রভুর নিষেধ অমান্য করেছো।’ আদম-হাওয়ার পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে আল্লাহ জিব্রাইলকে ডাক দিলেন, হে- ‘জিব্রাইল শীঘ্র আসো, আমার আদম বিপদে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জয়তুন গাছ থেকে ৮টি পাতা নিয়ে আদমের কাছে যাও। ৫টি পাতা হাওয়াকে দিয়ো আর ৩টি পাতা আদমকে।’ সেই থেকে জগতের মানুষের মৃত্যুর পর মহিলাদের জন্য কাফনের ৫ কাপড় আর পুরুষের ৩ কাপড় নির্ধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ জিব্রাইলকে আদেশ করলেন, আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জিব্রাইল বললেন- ‘প্রভু হুকুম করুন কোথায় কোন্ যায়গায় তাদেরকে রেখে আসবো।’ আল্লাহ বললেন- ‘হাওয়াকে মক্কা থেকে পশ্চিমদিকে ৪০ মাইল দূরে জেদ্দা নদীর পাড়ে পূর্ব-মুখী করে. আর আদমকে আরবের সীমানা থেকে পূর্বদিকে ৬০০ মাইল দূরে সড়ং-দীপের কিনারে পশ্চিম-মুখী করে রেখে দাও।’ হাওয়া হাঠাতে শুরু করলেন পূর্বদিকে আর আদম পশ্চিম দিকে।

‘৩৬০ বৎসর কাঁদলেন একটি ভুলের দায়  
বাবা আদম সড়ং-দীপে, মা হাওয়া জেদ্দায়।’

৩৬০ বৎসর কাঁদতে কাঁদতে, চলতে চলতে জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ আরাফাতের ময়দানে বাবা আদম আর মা হাওয়ার পুনর্মিলন হয়। দুনিয়ায় বাবা আদম এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আমাদের মা হাওয়া (আঃ) ১৪০ বার হামেলা (গর্ভবতী) হোন। প্রতি বারই জোড়ায় জোড়ায় সন্তান প্রসব করেছিলেন। একটি ছেলে একটি মেয়ে। ১৪১ বার এর সময়ে শুধুমাত্র একটি

ছেলে সন্তান জন্ম দেন। তিনিই হজরত শীয (আঃ), জগতের দ্বিতীয় নবী। এভাবে করে নুরে মোহাম্মদী বাবা আদমের কপাল বেয়ে দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বই জন নবীর পর, যে দিন আব্দুল্লাহর কপাল থেকে মা আমেনার গর্ভে চলে যায়, সে দিন হতে ইবলীস্ শয়তানের জন্য আকাশের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে দিন থেকে ইবলীস্ প্রথম আকাশের ওপরে আর উঠতে পারেনা।

অনেকে মনে করেন দুনিয়ায় পয়গাম্বরদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কথাটা ঠিক নয়। হজরত নুহ্ (আঃ) এর প্লাবনের নয় শত বৎসর পূর্বে, আল্লাহ্ জীব্রাইলকে বেহেস্তের একটি গাছের চারা হাতে দিয়ে বলেছিলেন- ‘যাও জীব্রাইল এই চারাটি কেনান শহরে প্রোথিত করে এসো।’ নয় শত বৎসর পরে ঐ গাছ দিয়ে ২ লক্ষ ২৪ হাজার তক্তা বানিয়ে হজরত নুহের নোকা তৈরী করা হয়। প্রতিটি তক্তায় এক একজন নবীর নাম লেখা ছিল। নোকার আগায় ছিল আমাদের নবী মোহাম্মদের (দঃ) নাম।

এখানে এসে ক্যাসেটটি শেষ হয়ে যায়। ক্যাসেটের বক্তাগণ ছিলেন যথাক্রমে-  
মৌলানা হাবিবুর রহমান (প্রিন্সীপাল কাজির বাজার মাদ্রাসা, সিলেট)  
মৌলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী  
মৌলানা নাসিরুল্লাহ্ চাঁদপুরী